Handout Number: 608

**State Minister for Foreign Affairs of Qatar meets Foreign Minister**

Dhaka, 17 February:

A five-member delegation led by State Minister for Foreign Affairs of Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi met Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen at his office today.

Dr. Momen mentioned that Bangladesh has a big pool of IT professionals as well as a good number of event management firms, whom the government of Qatar can employ in their workplaces as well as during the Qatar FIFA 2022. Foreign Minister suggested the Qatar side for employing more professional workers in their different economic sectors. The Qatari Foreign Minister mentioned that FIFA 2022 is a mega event for Qatar for which Qatar requires support from foreign countries.

Foreign Minister said that the government has undertaken befitting programmes to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through March 2020 to March 2021. Bangladesh will also celebrate the golden jubilee of fifty years of anniversary of independence of Bangladesh in March 2021, he added.

Dr. Momen also said, ‘the government of Prime Minister Sheikh Hasina is working for poverty alleviation. During the last decade poverty has been drastically reduced. Bangladesh has registered remarkable economic growth’ He also particularly sought continued support from Qatar on Rohingya crisis for their early repatriations of Rohingya people to their homeland in safe and secured manner.

Minister of Qatar conveyed the regards of Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Foreign Minister of Qatar to the Foreign Minister Dr. Momen. Qatari State Minister assured that Qatar would be happy to employ skilled Bangladeshi workers in befitting areas. Bangladeshi workers are playing very important role in their workplaces in Qatar, he added. He informed that the Foreign Office Consultations would continue to review the progress of the ongoing cooperation and follow up.

Both leaders agreed to maintain cooperation for the mutual benefit of the peoples of Bangladesh and Qatar.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Abbas/2020/2048 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০৭

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান

**গাজীপুরে তিনটি অবৈধ ইটভাটা ধ্বংস**

গাজীপু**, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 ইতঃপূর্বে বন্ধ ঘোষিত ৩টি অবৈধ ইটভাটা নতুন করে কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নেওয়ার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের গাছা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আজ জরুরি ভিত্তিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের দূষণ বিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ এ অভিযানে গাছা এলাকার শাপলা ব্রিকস, পদ্মা ব্রিকস, ধীতপুর এলাকার বিবিসি স্টার ব্রিকসকে প্রথমে এস্কাভেটর মেশিনের সাহায্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিভিয়ে ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইটভাটাগুলোর কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে।

 পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত চলাকালে গাজীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ আব্দুস সালাম সরকার, রিসার্চ অফিসার মোঃ আশরাফ উদ্দিন, পরিদর্শক শেখ মোজাহীদ ও দিলরুবা আক্তার উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিস, র‌্যাব-১ ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সহযোগিতা করেন।।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, অবৈধ সকল ইটভাটা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০৬

**কৃষি গবেষণায় অবদানের জন্য দু’জনকে সম্মাননা**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

কৃষি গবেষণায় অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. এম এ রহীম এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলমকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে ।

আজ পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ দুজনের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান । রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আরডিএফ) এ সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী ফসল কর্তন পরবর্তী খরচ (Post harvest cost) কমানোর জন্য গবেষণার ওপর সংশ্লিষ্টদের জোর দিতে বলেন ।

এ সময় পরিকল্পনা সচিব মোঃ নূরুল আমিন, আরডিএফ’র চেয়ারপার্সন অধ্যাপক লুৎফুন হোসেন ও কো-চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক লুৎফুর রহমান-সহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।

#

শাহেদ/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯৫৮ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০৫

**২টি বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ (২০২০ খ্রিস্টাব্দে ১ম) অধিবেশনে জাতীয় সংসদ গৃহীত ২টি বিলে আজ তাঁর সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

 বিলগুলো হলো : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বিল, ২০২০ এবং বাংলাদেশ বাতিঘর বিল, ২০২০।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

হুদা/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৫৫ ঘন্টা

Handout Number: 604

**First FOC between Bangladesh and Qatar held**

Dhaka, 17 February :

The 1st Foreign Office Consultations between Bangladesh and Qatar was held today at the State Guest House, Meghna, Dhaka in the Morning. From Bangladesh side, the meeting was led by State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam while State Minister for Foreign Affairs of Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi led the Qatari delegation. The Foreign Secretary Masud bin Momen, Bangladesh Ambassador to Qatar, high officials of the Ministry of Foreign Affairs and officials from other Ministries and Agencies from Bangladesh and high officials of Qatar were also part of the delegation.

At the outset of the meeting, Md. Shahriar Alam gladly welcome the Qatar delegation in Dhaka. He briefed the State Minister for Foreign Affairs of Qatar about the remarkable economic performance of Bangladesh and rapid rate of economic growth that Bangladesh has registered through the last decade. He apprised the Qatar side of the economic policy adopted by the Bangladesh Government in order to attain the Vision 2021 and Vision 2041 to translate Bangladesh a self-reliant, modern and developed country. He urged the Qatari businessmen to invest in Economic Zones and Hi-tech parks and cited the different incentives offered by Bangladesh Government to foreign investors.

Md. Shahriar Alam urged that private sector of the two countries may have more interaction and both sides may identify areas of mutual cooperation in the area of trade and investment. He proposed that a joint Bangladesh Trade and Business Council between Bangladesh and Qatar may be formed. He referred to the successful ‘Made in Bangladesh’ trade fair which was organized place in Doha at the end of January 2020.

State Minister for Foreign Affairs of Qatar expressed happiness for the organization of the bilateral Foreign Office Consultations. He mentioned that Bangladesh and Qatar has diplomatic relations for over 40 years and the two countries have notable extent of economic and cultural cooperation. He conveyed that Qatar desires to establish partnership with Bangladesh in different economic sectors.

Md. Shahriar Alam also expressed his thanks to the Qatar Government for their support for distressed Rohingya People living in Bangladesh. He sought cooperation of the Qatar Government for safe and secured return of the Rohingya people to their homeland. State Minister of Qatar assured that they would continue their support to Bangladesh on the Rohingya crisis.

Both sides agreed to continue the review mechanism of the existing aspects of cooperation through Foreign Office Consultations.

#

Tohidul/Israt/Sanjib/Abbas/2020/1938 Hours

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬০৩

**নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে টিপু মুনশির বৈঠক**

**সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহার করতে চায় নেপাল**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশ ও নেপাল ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) স্বাক্ষরের জন্য একমত হয়েছে। বাংলাদেশ নেপালকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করেছে। উভয় দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সড়ক, নৌ এবং আকাশ পথ চালু করার বিষয়ে কাজ চলছে। নেপাল সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে সফররত নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদ্বীপ কুমার গায়ওয়ালী (Pradeep Kumar Gyawali) এর সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

টিপু মুনশি বলেন, নেপালের সাথে বাণিজ্যে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ব্যবহার করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে আগামী দিনগুলোতে উভয় দেশের বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি পাবে। আগামী ৩ ও ৪ মার্চ ঢাকায় বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে এফটিএ স্বাক্ষর ও উভয় দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সাথে নেপালের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং পর্যটক বিনিময়ের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উভয় দেশ এ সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে চায়। নেপাল ভারতের সহযোগিতায় হাইড্রো পাওয়ার উৎপাদন করছে, যা বাংলাদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, নেপাল (বিবিআইএন) প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট সকল দেশ উপকৃত হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান (সচিব) ফাতেমা ইয়াসমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সে দেশের পররাষ্ট্র সচিব সংকর দাস বৈরাগী, ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ড. বানশিধর মিশ্র, নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণারয়ের যুগ্ম সচিব ইয়াগা বাহাদুর হামাল-সহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

বকসী/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১১ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০২

**আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সহযোগিতা করবে সরকার
 ---শিক্ষামন্ত্রী**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শুধু আর্থিক সমস্যার কারণে এ দেশের শিক্ষকরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে পারে না। সরকার এ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। এজন্য একটি তহবিল গঠনের চিন্তা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ইউনিভার্সিটির ১৯ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সমাবর্তনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ কাজী শহীদুল্লাহ। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির চিফ এডভাইজার ও ফাউন্ডার ভিসি প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এম এম শহীদুল হাসান প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, আমরা এমন একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে চাই যারা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধারণ করে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে সৃজনশীল, উৎপাদনমুখী, সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তিনি আরো বলেন, Industry Academia সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নে কাজ করছে সরকার।

#

খায়ের/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬০১

**আইসিটি বিভাগে প্রথম পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

ভাষা আন্দোলনের মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিভাগের সভাকক্ষে আজ দেশে উন্নয়নকৃত বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট জি আর পি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পেপারলেস সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং বিভাগের অধীন বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম অব‍্যাহত রাখা, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইত‍্যাদি-সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সকল সভা ২০২০ সালের মধ্যে লেসপেপার ও ২০২১ সালের মধ্যে পেপারলেস করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত প্রথম পেপারলেস সভায় আইসিটি বিভাগের অধীন সকল সংস্থাসমূহের প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/ইসরাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬০০

**কৃষির আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে মধু একটি নতুন সংযোজন**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষির আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে মধু একটি নতুন সংযোজন যা কৃষির রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহযোগিতা করবে। আগে মধু সীমিত আকারে উৎপাদিত হলেও এখন বাণিজ্যিকভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। জাপানে বাংলাদেশের মধু রপ্তানি হচ্ছে। এ বছর ৪শ মেট্রিক টনের অর্ডার পাওয়া গেছে।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে তিন দিনব্যাপী ‘জাতীয় মৌ মেলা ২০২০’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মেলা উপলক্ষে বিএআরসি অডিটোরিয়ামে ‘পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মৌচাষ’ বিষয়ক সেমিনারে অনুষ্ঠিত হয়।

ড. রাজ্জাক বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গিকার ছিলো পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে মধু একটি অনন্য খাদ্য। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মৌমাছি পালন ও এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। মৌ চাষ সম্প্রসারণ পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরাগায়ণের মাধ্যমে ফল ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ফসলের মাঠে মৌ চাষ কৃষকের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান করে থাকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার; কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও বিএআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইংয়ের সাবেক পরিচালক ড. সৈয়দ নূরুল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিএইর হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক মো. কবির হোসেন।

এর আগে মেলা উপলক্ষে বিকালে মানব উদ্দীপন বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় বিএআরসি চত্বর হতে বিজয় সরণি মোড় পর্যন্ত। মানব উদ্দীপন বন্ধনে মৌ চাষের বিভিন্ন ধরনের প্লেকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অংশ নেয় কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাগুলো।

চতুর্থবারের মতো এ মেলার আয়োজন করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এবারের মেলায় সরকারি ০৬ টি ও বেসরকারি ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের ৭৪টি স্টল স্থান পায়। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকবে। মেলা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

#

গয়িাস/মাহমুদ/রফকিুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৯

**শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উপলক্ষে কর্মসূচি**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

প্রতিবছরের মতো এবারও ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ৫ জানুয়ারি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে দিবসের কর্মসূচি বিষয়ক এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসব কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

২১ শে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। দিবসটি পালন উপলক্ষে জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজন-সহ দেশের সকল উপাসনালয়ে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনার আয়োজন করা হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং দিবসটি পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলা-সহ অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা সংবলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হবে। একুশের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণ, শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহ প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার-সহ সংলগ্ন এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করা হবে। শহিদ মিনার সংলগ্ন এলাকার আশপাশে ধুলোবালি রোধকল্পে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হবে। এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহিদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান-সহ সবাই পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে যাতে শহিদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন-সহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তিন ধরনের পোস্টার মুদ্রণ করবে। বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১৪ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৯৮

 **কোন প্রকার অনিয়মে না জড়াতে মৎস্যমন্ত্রীর নির্দেশ**

ঢাকা, ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 কোন ধরণের অনিয়মে জড়িয়ে কাজের গতি মন্থর না করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

 মন্ত্রী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, কাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে এবং আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আইনের ভিতর থেকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি সকলকে নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

 এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংস্থাপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

 #

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৬৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৯৭

**আবু মোহাম্মদ খান বাবলু’র মৃত্যুতে সেতুমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবু মোহাম্মদ খান বাবলু’র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

 মন্ত্রী এক শোকবার্তায় মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৪৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৯৬

 **‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ১৯১ আবেদন জমা**

ঢাকা, ৪ ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০’-এর জন্য ৭ ক্যাটাগরিতে ১৯১টি আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ শিল্পে ৭১, মাঝারি শিল্পে ৪৭, ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫, মাইক্রো শিল্পে ২১, হাইটেক শিল্পে ৬, কুটির শিল্পে ৮ এবং হস্ত ও কারু শিল্পে ১৩টি আবেদন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ীদের মাঝে মোট ২১টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

 আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত এক সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পসচিব
মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুরস্কার প্রদানে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি
উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৯৫

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে**

**ঢাকা, ৪** ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি) :

 ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিধান রয়েছে। এ দিন ভাষা শহিদদের স্মরণে সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। পতাকা অর্ধনমিত রাখার সময় মনে রাখতে হবে অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের প্রাক্কালে পতাকাটি পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত অবস্থানে আনতে হবে এবং নামানোর প্রাক্কালে পতাকাটি শীর্ষে উত্তোলন করে নামাতে হবে।

 ১৯৭২ সালে প্রণীত (২০১০ সালে সংশোধিত) ‘জাতীয় পতাকা বিধিমালা’য় জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

 বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হচ্ছে সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।’ অন্যদিকে পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লালবৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লালবৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6©, 5©x3© এবং 2.5©x1.5© ।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/আসমা/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা